শুভ বিবাহের উপহার

মুফতী হারুন রসুলাবাদী

লেখক, সম্পাদক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

শাইখুল হাদীস- জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, মজিদ পুর, সাভার, ঢাকা

পরিচালক- দারুল ইসলাহ (শর্টকোর্স) মাদরাসা, সাভার, ঢাকা।

AHSAN PUBLICATION

কওমী লাইব্রেরী

১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
বিবাহ একটি ইবাদত

বিবাহের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা ১৮
বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন ২০
বিবাহের ফযিলত........ ২২
বিবাহের উপকারিতা ২৩
বিবাহ-শাদী না করার ক্ষতিসমূহ ২৪
যার স্ত্রী নেই সে মিসকীন ২৬
যৌন পবিত্রতা ২৭
কুরআন ও হাদীসে যৌবনের পবিত্রতা ২৮
সাহাবায়ে কেরামের যৌন পবিত্রতা ৩২
বিরোধীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি ৩৪
দাম্পত্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ৩৪
দাম্পত্য ব্যবস্থাই চরিত্র হেফাজত করতে পারে ৩৫
সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় দাম্পত্য ব্যবস্থার ভূমিকা........ ৩৫
দাম্পত্য ব্যবস্থা উপেক্ষার কুফল ৩৫
পাপাচার জীবনে দুর্বিষহ বয়ে আনে ৩৬
যিনা ব্যভিচারের ধ্বংসাত্মক পরিণাম ৩৮
যৌন পবিত্রতা রক্ষার একমাত্র উপায় হল বিবাহ-শাদী ৪০
দ্বিতীয় বিবাহে সমস্যা ও তার সমাধান ৪২
রাসূলুল্লাহ সা. এর একাধিক বিবাহের কারণ........ ৪৩
তালাকপ্রাপ্তাগণের দ্বিতীয় বিবাহের বিধান........ ৪৬
স্ত্রীর ইন্তেকালের পর স্বামীর বিবাহের বিধান ৪৭
পিতার পুনঃ বিবাহকে দূষণীয় মনে করা ৪৭
বৈরাগ্যের জীবন ৪৭
স্ত্রীসঙ্গ বর্জন বা যৌন বাসনা দমন ৪৯
চিরকুমার-কুমারী, বৈরাগী ও ব্রহ্মচারের অবৈধ জীবন ৫১
বৈরাগ্যতা ও ব্রহ্মচর্য কখন আবশ্যক........ ৫২
অবৈধ সম্পর্ক বা যিনা ব্যভিচারের পরিচয় ৫৪
যিনা ব্যভিচারের প্রকার ও তার ক্ষতিসমূহ........ ৫৫
যিনা ব্যভিচারের শাস্তি........ ৬৩
ইসলামী দণ্ডবিধান প্রয়োগে সতর্কতা........ ৬৬
ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি........ ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
কনে দেখার পূর্বে করণীয়

পাত্রীর গুণাবলি কী হবে? ৭১
নামে মুসলমান হলেই চলবে না.. ৭২
শুধু নামী দামী বংশের হলেই চলবে না ৭৫
রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে বিবাহ.. ৭৬
বিয়েতে দেরী করা অনুচিত ৭৭
অসঙ্গত বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করা নির্লজ্জতা নয়.. ৭৯
ছেলেমেয়ের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা..৮০
পাত্রী দেখানোর নিয়ম ৮২
বিবাহের পূর্বেই পাত্রের পারিবারিক অবস্থান জেনে নেয়া ৮৩
ছেলে-মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ জানার উপায় ৮৪
নিজেরা পছন্দ করার পরও অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন কেন?..৮৫

তৃতীয় অধ্যায়
প্রেম কখন? বিয়ের আগে না পরে?

সেটেল ম্যারেজ ও লাভ ম্যারেজের ভাল মন্দ দিক ৮৯
বিবাহ পূর্বকালীন জানা শোনা ও প্রেম করে বিয়ে.. ৯৪
আনুষ্ঠানিক বিয়ের উপকারিতা.. ৯৬
প্রেম ভালোবাসার শরয়ী বিধান ৯৬
প্রেম করে বিবাহ করতে চাওয়ার আরেকটি কারণ.. ৯৮
প্রেম-ভালোবাসার জন্য দোষী কে?.. ৯৮
প্রেমিক-প্রেমিকার কুরআন ছুয়ে শপথ.. ৯৯
বৈধ প্রেম-ভালোবাসার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা ১০০
বৈধ ও অবৈধ প্রেমের বিধান ১০১
ছেলে-মেয়ের ভুল প্রেম ও অভিভাবকের ভুল সিদ্ধান্ত.. ১০৪
অভিভাবকের ভুল সিদ্ধান্ত.. ১০৬
প্রেমের বিয়েতে অভিভাবকের করণীয়..১১১
পর্দার গুরুত্ব ১১৭
পর্দাহীনতা ১১৭
নারী জাতির কর্মক্ষেত্র ১১৭
নারীদের নিয়ে অজ্ঞ লোকদের চিন্তা ১১৮
নিতান্ত প্রয়োজনে নারীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কয়েকটি শর্তে...... ১১৯
পর্দা না করার ক্ষতি..১১৯
যে সকল নারীদের সাথে পুরুষদের বিবাহ নিষিদ্ধ ১২০

AHSAN PUBLICATION

যে নারীদের সাথে সাময়িকভাবে বিবাহ করা হারাম স্থায়ীভাবে নয়........... ১২০
যে সকল পুরুষদের সাথে নারীদের বিবাহ নিষিদ্ধ........................... ১২২
বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে দিবে? ১২৩
অভিভাবকের পরিচিতি ১২৫
বিবাহ সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা ১২৫

চতুর্থ অধ্যায়
যৌতুকের পরিচয়

যৌতুক নেয়ার বিধান... ১২৭
যৌতুকের লেভেলে ভিক্ষা ১২৮
বিভিন্ন অঞ্চলের যৌতুকপ্রথা.. ১২৮
যৌতুক নিলে স্বামীর যেসব ক্ষতি হয়.. ১৩০
মহরের সংজ্ঞা ও পরিচয়.. ১৩০
মহর ধার্য করার বিধান... ১৩২
মহর নির্ধারণে অভিভাবকদের ভুল-ভ্রান্তি...................................... ১৩৪
মহরবিহীন বিবাহের বিধান ১৩৭
স্ত্রী তার স্বামীর নিকট মহর দাবী করলে কোন দোষ নেই.................. ১৩৭
বরকতময় বিবাহ... ১৪১
কোন জিনিস মহর হিসেবে গণ্য... ১৪১
স্বামী কখন মহর ফেরত নিতে পারবে.. ১৪৩
একান্ত নির্জন বাস তাকে বলে ১৪৪
যে নারীর জন্য বিবাহ হারাম ১৪৬

পঞ্চম অধ্যায়
বিবাহের ভিত্তি ও তার শর্তাবলি

বিবাহ সম্পাদনের সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ ১৪৬
কনের ইয্নের সময় বর্জনীয় কাজসমূহ... ১৪৭
আত্মীয়-স্বজনকে জানানো এবং দাওয়াত দেয়া প্রসঙ্গে........................ ১৪৮
ওলীমা (বৌ ভাতের) সংজ্ঞা ও তার বিধান ১৫০
দাওয়াত গ্রহণ করার বিধান.. ১৫২
বরযাত্রা অনুষ্ঠান.. ১৫৪
কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ অনুষ্ঠান ১৫৫
যদি কন্যাকে কিছু দিতে হয় ১৫৭
যে সকল জিনিস নারীর জন্য বৈধ.. ১৫৯
বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু কুসংস্কার ও কুপ্রথা ১৬৬
হযরত ফাতেমা রা.-এর বিবাহ... ১৭১
কুসংস্কার যেভাবে প্রবেশ করলো.. ১৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
নববধূর স্বামীগৃহে আগমন

জন্মনিয়ন্ত্রণ ১৭৮
সহবাসের পরিচয় ১৮১
সহবাসের সূচনা ১৮৭
সহবাসের দু'আ ১৮৮
বাসর রাতের গোপন বিষয় প্রকাশ না করা ১৯১
জীবনের প্রথম মিলন বা সহবাসের নিয়ম ১৯১
সহবাসের সময় দ্রুত বীর্যপাতের কারণ ২০১
সহবাস ত্যাগ করার অপকারিতা ২০৮
গর্ভাবস্থায় সহবাসের নিয়ম ২১৪
মৈথুনের পরিচয় ২১৯
হাদীসে শৃঙ্গার বা মৈথুনের বিধান ২২১
সহবাসের কতিপয় আসন পদ্ধতি ২২৮

সপ্তম অধ্যায়
নর-নারীর গোপন মাসআলা

গর্ভপাত বা এমার ২৩৪
মহিলাদের গর্ভের পরিচয় ২৩৬
নারীদের স্বপ্নদোষ এবং বীর্যের অস্তিত্ব রয়েছে ২৪৮
হায়েয-নেফাস ও ইস্তেহাযার মাসআলা ২৫৬
শিশুদের ইসলামী নাম ২৬৮
নাম রাখার ব্যাপারে অজ্ঞতা ২৭০
আপত্তিকর ও বিজাতীয় নামসমূহ ২৭২
যে সকল নাম রাখা নিষিদ্ধ ২৭২
বড় হওয়ার পরও মন্দ নাম পরিবর্তন করা উচিত ২৭৩
নাম রাখার ক্ষেত্রে সতর্কতা ২৭৩
স্বামী ২য় বিয়ে করতে চাইলে ২৭৪

অষ্টম অধ্যায়
সুখময় দাম্পত্য জীবন

খাঁটি প্রেমের স্বভাব ২৭৭
স্বামী-স্ত্রীর মধুর প্রেম ২৮০
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মোহ, আবেগধর্মী ও স্বার্থপর
প্রেম-ভালোবাসা বর্জনীয় ২৮১

AHSAN PUBLICATION

প্রথম অধ্যায়

বিবাহ একটি ইবাদত

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইবাদতে জারিয়া যা বিবাহের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চালু থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও বিবাহকারী থেকে পৃথক হয় না। এই ইবাদত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।" –সূরা নিসা, আয়াত:১

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, বান্দা যখন বিবাহ করল তখন তার দ্বীনদারী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেল। অবশিষ্ট অর্ধেকের জন্য সে যেন আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। –বায়হাকী ফি শুআবিল ঈমান

অন্য হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, বিবাহ আমার সুন্নাত আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে দূরে থাকবে সে আমার উম্মত নয়। –বুখারী শরীফ: ২/৭৫৭

কুরআন হাদীসের উপরোক্ত বাণীসমূহের আলোকে একথা প্রমাণিত হলো যে, বিবাহ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। তবে এটা ইবাদত হিসেবে তখনই গণ্য হবে যখন তা কুরআন হাদীসের বিধান অনুযায়ী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত তরীকায় করা হবে। সুতরাং বেপর্দা, অপব্যয়, অপচয়, ছবি তোলা ও নাজায়েয দাবী-দাওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। নতুবা মুবারক বিবাহের সমস্ত বরকতই নষ্ট হয়ে যাবে এবং স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে অশান্তি দেখা দেবে।

বিবাহের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا الخ

অর্থ : আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর একটি নিদর্শন হলো– তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গিনীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি-স্বস্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ-প্রীতি ও মায়া-ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। –সূরা রুম-২১

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

অর্থ: প্রত্যেক বস্তুকে আমি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

আপনার পূর্বে আমি নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যও স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি। – সূরা রাদ, আয়াত-৩৮

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

১. হজ্ব না করা ও বিবাহ হতে বিরত থাকার অনুমতি ইসলাম দেয় না।-আবু দাউদ

২. বিবাহ আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করে না সে আমার উম্মতের মধ্যে নয়।

৩. কোন ব্যক্তি যখন বিবাহ করে তখন সে তার ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করে। সে যেন বাকী অর্ধাংশের জন্য আল্লাহকে ভয় করে। – বায়হাকী

৪. لا رهبانية في الاسلام অর্থ : 'ইসলামে কোন সন্যাসবাদ (বৈরাগ্য বাদ) নেই।

৫. স্ত্রী যেন তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখে। বুখারী

৬. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন– যখন তোমাদের নিকট এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব করে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তখন বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে যমীনে বিপদ ও বড় ফাসাদ সৃষ্টি হবে। –তিরমিযী, মেশকাত, হাদীস নং-২৯৫৬

৭. রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন : যার স্ত্রী নেই সে মিসকীন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন : যদি সে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয় তবুও কি সে মিসকীন? তিনি বললেন হ্যাঁ! প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হলেও সে মিসকীন। অতঃপর নবী করীম সা. বললেন : যে স্ত্রী লোকের স্বামী নেই, সেও মিসকীন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার নিকট যদি অঢেল ধন সম্পদ থাকে তবুও কি মিসকীন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তবুও সে মিসকীন। – জাময়ুল ফাওয়ায়িদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/৩২৮

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, তাদের বিবাহ করিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদেরও (বিবাহ করিয়ে দাও) । – সূরা নূর-৩২

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

অর্থ : তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক, আর তোমরা (স্বামীরা) তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ। – বাকারা-১৮৭

উক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ কথাই পরিস্কারভাবে জানা গেল যে, যে সকল নর-নারী বিবাহের যোগ্য হবে তাকে বিবাহ করতে হবে। আর বিবাহ করানোর দায়িত্ব অর্পিত হবে যুগপৎ অভিভাবক ও রাষ্ট্রের উপর। এ দুইয়ের কেউই এ দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

AHSAN PUBLICATION